অভাবের তাড়নায় নবজাতক বিক্রি, কারাদণ্ড হাসপাতাল মালিকের

সংগৃহীত ছবি

ঝিনাইদহে দেনার চাপ ও অনটনের কারণে সদ্যপ্রসূত মা নবজাতককে দত্তক দিতে বাধ্য হন। বিনিময়ে হাসপাতালের বিল মেটানো ও নগদ অর্থ পান তিনি। ঘটনাটি জানাজানি হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে হাসপাতাল মালিককে কারাদণ্ড এবং সহযোগী নার্সকে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপার মোড়ের পিয়ারলেস প্রাইভেট হাসপাতালে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আর্থিক সংকটে থাকা সুমাইয়া খাতুন প্রসবের পর নিজের নবজাতক ছেলেকে দত্তক দেন। বিনিময়ে তিনি হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ মেটানোসহ নগদ ৬৫ হাজার টাকা পান। এ কাজে হাসপাতালের নার্স ইসমোতারা সরাসরি ভূমিকা রাখেন বলে অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি জানাজানি হলে পরদিন (১ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাদিজা আক্তারের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত হাসপাতালটিতে অভিযান চালায়। এ সময় কাগজপত্রে অসঙ্গতি ও নাজুক পরিবেশ পাওয়ায় হাসপাতালের মালিক সেলিম রেজা বাবুকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং নবজাতক দত্তকের ঘটনায় সহযোগিতার অভিযোগে নার্স ইসমোতারাকে আটক করে পুলিশ।

সুমাইয়া খাতুনের পরিবার জানায়, চার মাসের গর্ভাবস্থায় স্বামী আলামিনের মৃত্যু হলে তিনি একেবারে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। স্বামীর মৃত্যুর পর ধারদেনা করে বেঁচে থাকা এবং প্রসবের খরচ মেটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অভাবের তাড়নায় নবজাতককে দত্তক দিতে বাধ্য হন তিনি। সুমাইয়া জানান, দত্তক নেওয়া পরিবারের পরিচয়ও তিনি জানেন না, কেবল শুনেছেন তারা কুমিল্লার বাসিন্দা।

হাসপাতাল মালিক সেলিম রেজা দাবি করেন, রোগীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি কিছু জানেন না। তবে ইউএনও খাদিজা আক্তার জানান, হাসপাতালের ত্রুটি ও অনিয়মের পাশাপাশি শিশুকে দত্তক দেওয়ার ঘটনায়ও মালিক ও নার্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নার্স ইসমোতারার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলেও তিনি জানান।